ছোট গল্পের রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনা

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোট গল্প কার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৃজনশীলতার এই বিশেষ অঙ্গনটিতেও বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার । জমিদারি দেখার সুবাদে তিনি তৎকালীন পূর্ববঙ্গের কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর এবং নাওগাঁর পতিসরের গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়ান। ১৮৯০ সাল থেকে তিনি গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের নিবিড় সান্নিধ্যে আসেন। আর এখান থেকেই শুরু হয় তার কালজয়ী ছোট গল্পের শুরু আর বিস্তৃতি।

এখানে রবীন্দ্রনাথের মুন্সিয়ানা হচ্ছে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান যে কতটা শৌচনীয় সেটা খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলে দেন তার ছোট গল্পে। তৎকালীন নববধূর প্রতি যে সময়কার সমাজের কেমন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কেমন ধরনের আচরণ বিদ্যমান ছিল সেটাও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে উঠেছে তার ছোট গল্পগুলোতে।

নারীর মধ্যে প্রথমেই যার নাম আছে সে হচ্ছে 'হৈমন্তী'। একজন রূপবতী ও গুণী তরুণীর নববধূ হয়ে আসার গল্প। কিন্তু শ্বশুর বাড়ির মানুষের অবহেলায় বিবর্ণ ফুলের মত ঝরে যায় সে। বাংলা থেকে দূরে পাহাড়ের দেশে নিজের বাবার কাছে মানুষ সে । অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী হৈমন্তী যখন বিয়ে করে স্বামীর ঘরে যাই তখন থেকেই তার প্রতি এক ধরনের অবহেলা এবং অমনোযোগিতা প্রকাশ করে তার শশুর বাড়ির লোক জন। নববধূ নতুন সংসারে যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই এমনটি আশা করা যায় না। তার স্বামী ও এ ব্যাপারে কোনো উচ্চ বাচ্য করে না এবং তার পক্ষে কথা বলে না।

তাদের বিয়ের সময় যৌতুক নিয়ে কোন কথা দুই পরিবারের মধ্যে হয়নি। কিন্তু হৈমন্তী শ্বশুরবাড়ির লোকজন মনে করছিল বাবার একমাত্র মেয়ে হওয়াতে তাদের ছেলে হয়তো প্রচুর পয়সার মালিক হবে। কিন্তু এমনটা না হতেই হৈমন্তী সাথে দুর্ব্যবহার ব্যবহার শুরু করে। হৈমন্তীর স্বামীর যে তাকে প্রচুর ভালোবাসতো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তখনকার সমাজে সম্ভ্রান্ত পরিবারে পুরুষেরা নিজেদের পরিবারের বড়দের ওপর কোনো কথা বলা অধিকারটুকুও ছিল না। তাই নিজের স্বামীর থেকে কোন সমর্থন না পেয়ে অকারণে ঝরে যায়।

স্ত্রী পত্র গল্পে বিন্দু আরেকটি চরিত্র যাকে পরিবার এবং সমাজের নিঃস্রতা বাধ্য করেছিল আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে। পোস্টমাস্টারের রতন চরিত্র এক অনবদ্য সৃষ্টি। স্নেহের টানে রতন নামের মেয়েটির হঠাৎ করে তরুণ থেকে নারী হয়ে ওঠার গল্প । একজন প্রতিম এবং গরিব মেয়ের প্রতি স্নেহভরা হাত বাড়িয়েছিলেন পোস্টমাস্টার সেটা কিনা রতনের জীবনে আগে কখনো ঘটেনি । একজন পরিপূর্ণ নারীর মতো স্নেহভরা মনে পোস্টমাস্টারে সেবা করেছিল এই রতন। রবীন্দ্রনাথের এক অনবদ্য সৃষ্টি এই চরিত্রটি।

বিচারক এর স্থিরতা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট এক অন্যরকম গল্প। অন্যান্য গল্পে তিনি সমাজে নতুন বউ যৌতুকের কারণে কিম্বা সমাজের রীতি-নীতির কারণে যে সমস্যায় ভেতর দিয়ে যায় সেগুলো ফুটিয়ে

তুলেছেন। বিচারক গল্পে তিনি বিধবা বিবাহ নিয়ে কথা বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার নারীপ্রধান গল্পে সবসময় সমাজের নারীদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলো কাল্পনিক চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন যে সময় বেশিরভাগ নারী যে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা ছিল না সেটাও রবীন্দ্র গল্প ফুটে ওঠে। রবীন্দ্র ছোটোগল্পে নারীর স্বরূপ যেন বাস্তবেরই দর্পণ